হজ্জের পর ইকোনমি ওমরাহ প্যাকেজ

- সফরের সম্ভাব্য তারিখঃ ৩০ জুলাই – ২০২৪ থেকে শুরু

✈ সফরের মেয়াদকাল: ১৪ দিন

✈ সরাসরি ফ্লাইট

✈ ঢাকা – জেদ্দাহ

✈ মদিনা – ঢাকা

✈ মক্কায়ঃ স্ট্যান্ডার্ড হোটেল - (৩*** কাবা শারীফ থেকে দূরত্ব ৫০০-৭০০ মিটার)

✈ মদিনায়ঃ স্ট্যান্ডার্ড হোটেল – (৩*** দূরত্ব ৪০০-৭০০ মিটার)

✈ জনপ্রতি খরচ - ১,৫৫,০০০/- টাকা

✈ খাবারছাড়া খরচ - ১,৪৫,০০০/- টাকা

ব্যাক্তিগত খরচ ছাড়া সবকিছু অন্তর্ভুক্ত

উক্ত প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত সার্ভিস-সমূহঃ

- ই-ভিসা উইথ হেলথ ইন্সুইরেন্স
- এয়ার টিকিট - যাওয়া আসা
- জিয়ারাহ পারমিশন
- স্ট্যান্ডার্ড হোটেল (মক্কা মদিনা)
- খাবার অন্তর্ভুক্ত (চাইলে বাদ দিতে পারবেন)
- ল্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন (জেদ্দাহ বিমানবন্দর থেকে হোটেল মক্কা, মক্কায় জিয়ারাহ, হোটেল মদিনা, মদিনায় জিয়ারাহ ও মদিনা বিমানবন্দর)
- ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন ও জিয়ারাহ
- ইহরাম গিফট বক্স
- অভিজ্ঞ গাইড
- স্পেশাল দ্বায়ী (মক্কা মদিনায়)
- ওমরাহ ট্রেনিং

আপনি যদি আমাদের প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত সার্ভিস ও হোটেলের মান বিশ্লেষণ করেন তাহলে খরচ যথেষ্ট রিজনেবল মনে হবে ইনশাআল্লাহ।

House-1296, East Monipur, Mirpur-10, Dhaka-1216, Bangladesh
Email: info@safortravels.com, Web: www.safortravels.com, Call: +880258050754 & +8801711792071

সর্বোপরি আমরা,

- কোয়ালিটি নিয়ে কম্প্রোমাইজ করিনা
- প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট
- স্পেশাল দ্বায়ী - মক্কা মদিনা
- রিয়াজুল জান্নাহ পারমিট
- প্রয়োজনে রুম কিংবা যে কোন সার্ভিস কাস্টমাইজেশন সুবিধা
- ইহরাম প্যাক অন্তর্ভুক্ত
- শরীয়া কন্সাল্টেন্ট এর তত্বাবধানে গাইডেড উমরাহ
- এছাড়াও অভিজ্ঞ মোয়াল্লিম ও কোর্ডিনেটরদের সার্বিক তত্বাবধান।

প্রাইভেট উমরাহ প্যাকেজ - ১৫ দিন

ভ্রমণসূচি:

প্রথম দিন: ঢাকা – জেদ্দাহ – মক্কা (উমরাহ) ঢাকা থেকে জেদ্দাহ যাত্রা। জেদ্দাহ বিমানবন্দর থেকে মক্কা হোটেলে স্থানান্তর। হোটেলে চেক-ইন এবং একই দিনে উমরাহ সম্পন্ন করুন।

২-৫ দিন: মক্কা আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন।

৬ দিন: মক্কা জিয়ারাহ

- **হেরা গুহা (জাবালে-নূর)** - যেখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পেয়েছিলেন।
- **থাওর গুহা (জাবালে-সাওর)** - যেখানে নবী মুহাম্মদ এবং আবু বকর সিদ্দীক কুরাইশ থেকে পালানোর সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন।
- **মিনা** – এটি তাঁবুর শহর নামে পরিচিত, কারণ এখানে ১০০০০০ এরও বেশি এয়ার কন্ডিশন্ড তাঁবু রয়েছে যা হজযাত্রীদের অস্থায়ী আবাসন প্রদান করে।
- **মসজিদ আল-খাইফ (প্রফেটস মসজিদ)** - যেখানে বহু নবী এই মসজিদে নামাজ পড়েছেন।
- **জামারাত** - এটি হজযাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে তিনটি পাথরের স্তম্ভ রয়েছে যা বাধ্যতামূলক হজ রীতিতে ইব্রাহিম (আঃ) এর অনুকরণে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।
- **আরাফাত পর্বত (জাবাল আর-রাহমাহ)** - যেখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) দাঁড়িয়ে শেষ খুতবা দিয়েছিলেন।
- **মুযদালিফা** - এটি সেই স্থান যেখানে নবী আদম (আঃ) মাগরিব এবং এশার নামাজ একত্রে আদায় করেছিলেন এবং এটি হজের একটি অপরিহার্য অংশ।
- **জান্নাতুল মুআল্লা** - যেখানে নবী (সাঃ) এর অনেক পূর্বপুরুষ কবরস্থ আছেন, বিশেষত তাঁর মা (আমিনাহ), দাদা (আব্দুল মুত্তালিব), এবং প্রথম স্ত্রী (খাদিজা)।
- **মসজিদ আল-জিন** - যেখানে বলা হয় যে একদল জিন এক রাতে নবী (সাঃ) এর কোরআন তেলাওয়াত শুনতে জড়ো হয়েছিল। জিয়ারাহর পরে, আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন।

দিন ০৭-০৯: মক্কা আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন।

দিন ১০: মক্কা - মদিনা মক্কা হোটেল থেকে চেক-আউট করুন এবং মদিনায় স্থানান্তর করুন, হোটেলে চেক-ইন করুন। আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন।

দিন ১১: মদিনা আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন। ফজর বা আসরের পরে বাকী আল গারকাদ এবং রিয়াজুল জান্নাহ (NUSUK অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে) পরিদর্শন করুন।

দিন ১২: মদিনা জিয়ারাহ

- মসজিদে কুবা - মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত প্রথম মসজিদ।
- মসজিদে কিবলাতাইন - যেখানে নবী (সাঃ) কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ পেয়েছিলেন।
- মসজিদে জুমা - যেখানে নবী (সাঃ) প্রথম জুমার নামাজ পড়েছিলেন।
- হামজা (রা) এর কবর এবং উহুদের শহীদদের কবরস্থান - এখানে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া ৭০ জন সাহাবীর কবর রয়েছে, যার মধ্যে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব অন্যতম।
- খন্দকের যুদ্ধের স্থান - এখানে নবী (সাঃ) সালমান ফারসি (রা) এর পরামর্শে একটি খন্দক খননের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই খন্দক মুসলমানদের শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে কম ক্ষয়ক্ষতি সহ জয়ী হতে সাহায্য করেছিল। জিয়ারাহর পরে, আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন।

দিন ১৩: মদিনা আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন। ফজর বা আসরের পরে বাকী আল গারকাদ এবং রিয়াজুল জান্নাহ (NUSUK অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে) পরিদর্শন করুন।

দিন ১৪: মদিনা আপনার নিয়মিত নামাজ এবং ইবাদাতে মনোযোগ দিন। ফজর বা আসরের পরে বাকী আল গারকাদ এবং রিয়াজুল জান্নাহ (NUSUK অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে) পরিদর্শন করুন।

দিন ১৫: মদিনা - ঢাকা মদিনা হোটেল থেকে চেক-আউট করুন এবং মদিনা বিমানবন্দরে স্থানান্তর করুন। ঢাকায় ফিরুন। সেবার সমাপ্তি।